আজকের কাগজ

05 SEP 1992

তারিখ 05 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তক্ষরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ঘটেছে নৃশংস হত্যাকান্ড। একটি ছাত্র সংগঠনের অন্তর্দ্বন্দ্বের জের এই নৃশংসতা। ক' দিন আগেও প্রকাশ্যে কলাভবনের করিডোরে গোলাগুলি হয়েছিল। পরে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ব্যাপারটির মীমাংসা হয়েছে বলে মনে হলেও বস্তুতঃপক্ষে তা যে হয়নি তার প্রমাণ মিলল বড় মর্মান্তিকভাবে। কদিন আগে পলিটেকনিক ইন্সটিউটেও ঘটেছে একই রকমের ঘটনা।

ঘটনা শুধু এটুকুই নয় এর আগেও চরম সন্ত্রাসী তৎপরতা অনেক ঘটেছে। জাতীয় নেতারাও রেহাই পাননি- পাচ্ছেননা, তাঁরাও হুমকির সম্মুখীন।

কিন্তু প্রশ্ন হল আমরা কি মানবিক মূল্যবোধ হারাচ্ছি? না হলে এত রক্ত-এত হত্যাকান্ডের পরেও কি করে আমরা নির্মোহ রয়েছি? এটাই বাস্তবতা। প্রকৃতপক্ষে এই বাস্তবতা জাতীয় অ-স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। আমরা সভ্য জগতে বাস করব, সভ্যতার দাবি করব, উন্নয়ন-অগ্রগতির কথা বলব আর মানবিক মূল্যবোধ হারাব এতো হতে পারে না। এ স্ববিরোধীতা আত্মধ্বংসী মনোবৃত্তিরই নামান্তর। এমনকি আমাদের সকলের, এ সমাজের দায়িত্বশীল শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি সকলেরই কি মানবিক মূল্যবোধ হীনতার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বাবোধেরও ঘাটতি দেখা দিয়েছে? না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্ফোরিত পরিস্থিতিতেও কি করে প্রতিষ্ঠানটি খোলা রেখে পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় ভাইস চ্যান্সেলার। এ "অটল' সিদ্ধান্তের মানবিক এবং নৈতিক মূল্য নেই, কারণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হিসেবে তিনি বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর জীবনের দায়িত্ব কেন নিয়েছিলেন? সেইত' অঘটন ঘটল! বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধও হলো।

কেন প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতারা এখনও চুপ করে আছেন? কেন সমাজের দায়িত্বশীল মহলেরও কোনও প্রতিক্রিয়া নেই?

আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রক্তক্ষরণ বা যে কোন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যদি রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তর তাদের নিজ নিজ দায়িত্বশীলতার এবং সর্বোপরি তাঁদের "মানবিক মূল্যবোধ চালিত সিদ্ধান্তে"র ব্যাপারটিকে প্রাধান্য দেন তাহলেই এসব সমস্যা নিরসনে ধীরে হলেও কিছু অগ্রগতি হতে পারে।

আজ আমরা যারা এ ঘটনা প্রবাহকে এড়িয়ে নির্মোহ থাকছি, স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের কথা ভাবছি, তাদের সে স্বপ্নকে এ ঘটনা প্রবাহের স্রোতই যে অচিরে ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা কিন্তু নেই।